নানা সুবিধায় শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

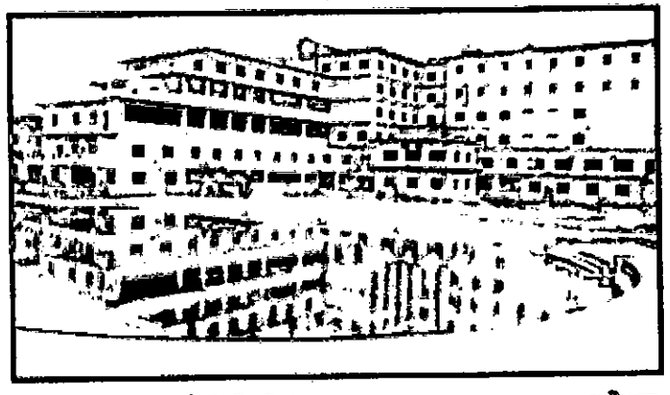

রাজধানীর ধানমন্ডির পশ্চিম পাশে ভেড়িবাঁধের সমান্তরালে বুড়িগঙ্গা এবং তুরাগ নদীর মিলনস্থলে বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে সিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। রোগীর চিকিৎসা হয়ে আসছে জন্মলগ্ন থেকেই। ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে এ হাসপাতালের আরও দুটি শাখা। রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান এবং রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র রাইফেল স্কোয়ারে (পিলখানা) এর শাখা দুটি অবস্থিত। সব শাখায় রয়েছে আউটডোর, ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস। ধানমন্ডি এবং গুলশানের শাখায় হৃদরোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা, অপারেশনের সুযোগ-সুবিধা ২৪ ঘন্টাই আর্তমানবতার জন্য উন্মুক্ত।

হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদানে সিকদার মেডিকেল এক যুগান্তকারী অবদান রেখে আসছে। এ হাসপাতালে ১৫ হাজারেও বেশি রোগী আউটডোর কনসালটেশন, ২ হাজার এনজিওগ্রাম, ১০০ স্টেনটিং, ৭০০ ওপেন হার্ট অপারেশন এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।

সিকদার মেডিকেলের কার্ডিয়াক সেন্টার হৃতাশাগ্রস্ত রোগীদের জন্য বয়ে এনেছে আশার আলো। আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদিতে সুবিন্যস্ত এ কার্ডিয়াক সেন্টারে বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন রোগী একসঙ্গে চিকিৎসা পেতে পারেন। বর্তমানে ৩টি ক্যাথল্যাব, ৩টি ওটি, ৩টি আইসিইউ (৩০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন), ৩টি সিসিইউ (৭০/৮০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন), কার্ডিয়াক ওয়ার্ড (১৫০-১৮০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন), ২০টি ভেনটিলেটর, ১০০টি মনিটর, ৮টি ইকো মেশিন, ৫টি ইটিটি মেশিন, ৮টি আলট্রাসাউন্ড, ৪টি আইএবিপি, ৫টি এনেসথেসিয়া মেশিন, ৩টি হার্টলাঙ্গ মেশিন, ১২টি টেম্পোরারি পেসমেকার, ৭০টি সিরিঞ্জ বাম্প। এছাড়া এ সেন্টারে রয়েছে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, টেলেমট্রি সিস্টেম, হল্টার মনিটরিং সিস্টেম, সেন্ট্রাল স্টেশন, ইলেকট্রিক বেড ১৫০টি, ডেলিভারি বেড ৭টি, উন্নতমানের বেড ২৫০টি এবং রোগীদের আত্মীয়স্বজনদেরও জন্য থাকার ব্যবস্থা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখার জন্য ব্যাপআপ জেনারেটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

রোগীদের আনা-নেয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স (৪টি) সবসময় পাওয়া যায়। অ্যাম্বুলেন্সে রোগী বহন করার সময় থাকে ডাক্তার, নার্স, স্ট্রেচার বিয়ারার, অক্সিজেনসহ ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য সব ধরনের লাইফ সেভিং মেডিসিন ও ইকুইপমেন্টস। এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরে আছে একটি হ্যালিপ্যাড। যে কোন সময় যে কোন জায়গা হতে ত্বরিতগতিতে হেলিকপ্টার (এয়ার অ্যাম্বুলেন্স)-এর মাধ্যমে এ হাসপাতালে রোগীদের আনার ব্যবস্থা আছে।

হার্টের রোগীদের অন্যান্য রোগ থাকে। যেমন- কিডনি অসুখ, লিভারের অসুখ, ব্রেইনের অসুখ ইত্যাদি। প্রতি বিষয়েই দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ আছে। আছে পর্যাপ্ত ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। কিডনি রোগীদের বিশেষ সময়ে ডায়ালাইসিস দরকার হতে পারে সে ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। আমেরিকার কালমেড কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমানের এ সেন্টারে ১৫ জন কার্ডিওলজিস্ট, ১০ জন কার্ডিয়াক সার্জন, ২ জন কার্ডিয়াক পারফিউশনিস্ট আছে। যারা সারাদিন ধরে আউটডোরে এবং ইনডোরে রোগী দেখে থাকেন। এখানে শিশু, কিশোর, বয়োবৃদ্ধ সব ধরনের রোগীর সব ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে। মেডিকেলে চিকিৎসার মধ্যে কনসালটেশন, ইসিজি, ইকো, এনজিওগ্রাম, স্টেনটিং, বেলুনিং, রেডিও অ্যাবলেশন, রোটাবেলেশন সার্জারির দিক থেকে জটিল জন্মগত ত্রুটি হতে শুরু করে ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, বাইপাস প্রভৃতি সার্জারি।

রিজনেবল চার্জ নিয়ে এ ধরনের সব প্রসিডিউর করা হয়। যেমন- এনজিওগ্রাম ১৬ হাজার টাকা, ওপেন হার্ট সার্জারিতে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা নেয়া হয় যথাক্রমে ৩ দিন ও ১০ দিনের প্যাকেজ হিসাবে। এনজিওতে সবচেয়ে নিরাপদ নন-আয়োনিক ডাই এবং ডিসপোজেবল ক্যাথেডার ব্যবহার করা হয়। যেহেতু ডাক্তাররা দেশী-বিদেশী, নন-প্রাকটিসিং তাই সবাইকে অধিক হারে বেতন দেয়া হয়। গ্লাবস, ক্যাথেডার, টিউবস, অক্সিজেনেটরসহ অন্যান্য ডিসপোজেবল কোনটাই কোনক্রমে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে দেন না। বিদেশে এত কম খরচ কোনদিন কোন সার্জারি বা প্রসিডিউর করা সম্ভব নয়।

-জিয়া হাসান